



ରାଜେର ପତିଟି ମାନୁଷେର କାହେ ଚିକିଂସା ପରିଯେବା ପୌଛାଇୟା ଦିତେ ପରିକାଠୀରେ ମୁଣ୍ଡସାରଗେର ପାଶାପାଶ ବ୍ୟାପକ ସଂକାର କାଜଙ୍ଗ ଶୁରୁ ହେଇଯାଇଛେ ବଲିଯା ଜାନାଇୟାଛେନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରତନ ଲାଲ ନାଥ । ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂବାଦିକଦେର ତଥ୍ୟ ଦିରାଛେନ ଗତ ୧୮ ମାସେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ହାସପାତାଲେ ବହିବିର୍ଭାଗେ ୪,୭୮,୮୭୩ ଜନ ରୋଗୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗେ ୪, ୪୩,୫୭୩ ଚିକିଂସା ପରିଯେବା ଥର୍ପ କରିଯାଛେ । ଏହି ସମୟେ ୧୧୦ଜନ ଡାକ୍ତାର ନିଯୋଗ କରା ହେଇଯାଇଛେ । ଇହା ଛାଡ଼ାଓ ଚୁକ୍ତିର ଭିତ୍ତିରେ ଦୁଇଜନ ନିଉରୋସାର୍ଜନ ନିଯୋଗ କରା ହେଇଯାଇଛେ । ହାସପାତାଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରେ ରୋଗୀରୀ ବିନାମୂଲ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇତେଛେ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଯେବା ସାଧାରଣେର ନାଗାଲେର ବାହିରେ ଚଲିଯା ଯାଇତେଛେ । ରାଜ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓ ଚିକିଂସାର କ୍ଷେତ୍ରେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ଏଖନେ ବ୍ୟାକୀ ବ୍ୟାକୀ ବ୍ୟାକୀ ବ୍ୟାକୀ ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ିତେଛେ । ଯାହାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଲେ ତାହାରା ଜାନେନ ଚିକିଂସା ଖରଚ କତ ବ୍ୟାପକ । ନିମ୍ନାତ୍ୟୀ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିକିଂସା ବ୍ୟା ଚାଲାନୋ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ । ଫଳେ, ଅକାଲ ମୃତ୍ୟୁକେ ଆମଣ୍ତ୍ରଣ ଜାନାନୋ ଛାଡ଼ା ବିକଳ୍ଜ ସୁବିଧା ନେଗ୍ୟା ଯାଇ ତାହା ବଲା ମୁଶକିଲ । ଜିବି ହାସପାତାଲ ଏରାଜେର ସବଚାଇତେ ବ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ସରକାରୀ ହାସପାତାଲ । ଦାରୀ କରା ହେଇତେଛେ ହାସପାତାଲେ ସବ ରକମ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏମନ କି ଚିକିଂସକଗଣେ ଆଛେନ । ସଦି ତାହାଇ ହେଇବେ ତାହା ହିଲେ ବହୁ ରୋଗୀକେ ରାଜ୍ୟର ଏକଟି ବେସରକାରୀ ହାସପାତାଲେ ରେଫାର କରା ହୟ କି କାରଣେ । ଜିବି ହାସପାତାଲେ ଚାହିତେ ବ୍ୟା ବ୍ୟା ଡାକ୍ତାରବାସୁରା ଆଛେନ ଓ ଏହି ବେସରକାରୀ ହାସପାତାଲେ ? ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେଇ ବେସରକାରୀ ହାସପାତାଲେ ରେଫାର କରିବାର ବିଷୟେ ଅନ୍ୟ କୋନ୍ତାକୁ ଧାନ୍ଦା କାଜ କରିତେଛେ ବଲିଲେ ବୋଧ୍ୟ ଭଲ ବଲା ହିଲେ ନା ।

এই বেসরকারী হাসপাতাল এরাজ্যে স্থাপন করার সময় ঘোষণা দিয়াছিল বিশ্বমানের বলিয়া। এই হাসপাতালের বিরচন্দে গলাকাটোর অভিযোগ ভুরি ভুরি। যদি এই বিশ্বমানের হাসপাতাল রোগীদের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইতে পারিত তাহা হইলে কাতারে কাতারে রোগী এই হাসপাতালকেই আবলম্বন করিত। ত্রিপুরার হাসপাতালে রোগ নিরাময় না হওয়ায় বহু রোগী শিলচর ছুটিতেছেন। বাজ্যের বহু রোগী শিলচর দৌড়িতেছেন, নিশ্চয় তাহার উপকৃত হইয়াছেন। শিলচরে যত রোগী ভীড় করেন তাহার সিংহভাগই ত্রিপুরার। ত্রিপুরার রোগীদের থাকা খাওয়ার জন্য একটি এনজিওর মাধ্যমে একটি থাকিবার জায়গাও করিয়াছে। ত্রিপুরার ভাল সংখ্যক রোগীকে শিলচরে চিকিৎসার সুযোগ করিয়া দিতে একটি এনজিও কাজ করিতেছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ত্রিপুরায় স্বাস্থ পরিষেবায় সেই গরিমা দেখা যাইতেছে না কেন? জিবি হাসপাতাল রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে এমন দরী খুব জের গলায় করা যাইতেছে না। আজ কিডনির রোগী বাড়িতেছে ব্যাপক হারে। অথচ ত্রিপুরায় সর্বক্ষণের একজন কিডনির ডাক্তার নাই। জটিল রোগীরা জরুরী ভিত্তিতে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। এই ঘটতি সরকারকে পূরণ করা উচিত।

ইদানিং লক্ষ্য করিবার বিষয় বহিরাজ্যের নামীদামী হাসপাতালের চিকিৎসকরা ত্রিপুরায় আসিয়া রোগী দেখিতেছেন। কিন্তু, প্রশ্ন হইল, এই ডাক্তারবাবুরা একদিনে তাড়াঢ়ো করে বহু রোগী দেখিয়া থাকেন। ব্যবস্থাপত্রও নেন। রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবুদের নিজেদের রাজ্য ফিরিয়া যান। কিন্তু, রাজ্যের রোগীরা সময়ে সময়ে যে সমস্যায় পড়েন তাহার পরামর্শ কিভাবে পাওয়া যাইবে। আসলে এইসব ডাক্তাররা বিভিন্ন রাজ্য নামীদামী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। মূলত তাঁহারা রাজ্যে আসেন রোগী ধরিতে। তাঁহারা এইসব হাসপাতালে রোগী নিয়া গেলে ভাল দক্ষিণারও নাকি সুযোগ আছে। বহিরাজ্যের এইসব ডাক্তারদের ফিসের হারও অনেক বেশী। বেসরকারী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার হারও এখন তুক্ত। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় না। ডাক্তারবাবুরা এখন হাজারো পরীক্ষা ছাড়া চিকিৎসা করিতে চান না। কিন্তু, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী ছাড়াও ইকো কার্ডিওগ্রাফিক বিভিন্ন এক্সের ইত্যাদির হার দিনে দিনেই বাড়িয়াই চলিয়াছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কি কোনও ভুমিকা নাই? পরীক্ষা নিরীক্ষার দক্ষিণা মূল্যের কি কোনও নিয়ম নাই? রাজ্য সরকারের হাসপাতালে পরীক্ষা নিরীক্ষা বিনামূল্যে করা হইয়াছে। কিন্তু, যেসব রোগীরা প্রাইভেট দেখাইতে বাধ্য হন তাহারা তো বেসরকারী প্যাথলজিতেই পরীক্ষা করিবেন। কোনও কোনও প্যাথলজি ক্যাশমেমো পর্যন্ত দিতে চায় না। তাহার উপর আছে বিশ্বাসযোগ্যতা। দেখা যায় এরাজ্য প্যাথলজির রিপোর্ট বহিরাজ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে যেসব প্যাথলজি ল্যাবরেটরী আছে সেগুলির পরিকাঠামো, যোগ্যতাসম্পন্ন প্যাথলজিস্ট আছে কিনা রাজ্য সরকারকে তাহা পর্যবেক্ষণ করা জরুরী। স্বাস্থ পরিষেবার নামে রোগীদের গলা কাটার বিরচন্দে ব্যবস্থা নিতে হইবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সক্রিয় হইলেই রাজ্যের রোগীরা অনেক বেশী সুফল পাইবেন।

## জেএনইউ এর পাশে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা

মেদিনীপুর, ২৭ নভেম্বর (ই.স.) : জহরলাল নেহের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফী বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের পাশে দাঁড়াল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি প্রতিবাদী মিছিল করেন গবেষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটা অংশ। নেতৃত্ব দেন রাকিবুল হাসান, গৌতম বর্মণ, তাপস জানা, জয়দেব পাত্র, সৌমিত্র মাইতি প্রমুখ। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এর বিরুদ্ধে সহ শিক্ষাস্ত্র স্থায়ী কাজ, ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খাদের গুণগত মান আক্ষুণ্ণ রেখে সুলভ মূল্যে খাদ্য সরবরাহের দাবি জানানো হয়। রাকিবুল হাসান বলেন 'শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষায় ফী বাড়ানো মানেই হল সেই মৌলিক অধিকার খর্ব করা, সংবিধান অমান্য করা। তাই জে.এন ইউ এর ছাত্র আন্দোলন সমর্থনের পাশাপাশি শিক্ষায় ফী বৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করছি।'

তাপস জানা বলেন 'স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব সহ সমস্ত বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল আবেদনিক শিক্ষার। কিন্তু স্বাধীনতার পরে দিন যত গড়িয়েছে শিক্ষা হয়েছে ব্যবহৃত্ত অন্যদিকে নেতামন্ত্রীদের জন্য বেড়েছে সরকারি বরাদ্দ! তাই নেতা মন্ত্রীর বরাদ্দ, পুর্জপতিদের কোটি কোটি টাকা ছাড় না দিয়ে শিক্ষায় ব্যাপ বাড়ানো হোক।' জেন্রেনাইট-র সমর্থনে এদিন বিদ্যাসগর বিশ্ববিদ্যালয় চবরে মিছিল ঘুরিয়ে জনমত তৈরী করেচুল হাঁড়।

খাজাপার কলাজ অবাতত ছান্দোগী বিক্ষোভ

খঞ্জনুর কলেজে অব্যাহত ছাত্রছাত্রীদের ফি খাঙ্গাপুর, ২৭ নভেম্বর (ই. স.) : খাঙ্গাপুর কলেজে সেমিস্টারের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ অব্যাহত ছাত্রছাত্রীদের। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলেজের ভেতরে বিক্ষোভ চলাচ্ছ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাজ দেওয়ার চেষ্টা করলেও সমাধান সুত্র কিছু বেরিয়ে আসেনি। কিছুদিন আগে ফি বৃদ্ধির কথা জানতে পেরে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল কলেজে।

পুলিশ এসে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করেছিল। সেই সমাধান তো হয়নি। উল্লেখ মঙ্গলবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল অবিলম্বে বর্ধিত ফি সহ সেমিস্টারের পুরো ফি জমা করতে হবে। তার পর থেকে খড় গপুর কলেজ বিক্ষোভে উত্তাল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ কলেজ সেমিস্টার পরীক্ষা সিস্টেম চালুর পরও গত চার বছর ধরে প্রতিবছর ফ্রিজ বানানো টাকে একটা বাংসরিক রঞ্টিনে পরিণত করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কোনরকম কথা ভাবা হচ্ছে না। মঙ্গলবার দিনভর আন্দোলনে উত্তাল থাকার পর বুধবার পরিস্থিতি নিয়ে কোনো রকম নমনীয়তা না দেখানোর কারণে কলেজের গেটে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রী। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিদ্যুত সামন্ত বলেন- কলেজের ফি তেমন বাঢ়ানো হয় নি। বেশ কিছু কলেজের তুলনায় কিছুটা ফি বেশ মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের তুলনায় অন্যান্য এমন অনেক কলেজে রয়েছে যাদের ফি বেশি।

# দেশের পিছিয়ে পড়া সমাজ কেমন আছে?

সফিকুজ্জামান

আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষের  
অব্যাহত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এই  
শতাব্দীতে আমাদের দেশ কতটুব্বে  
এগিয়ে? ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেব  
ইউ ইন্ডিয়া শব্দগুলো বড় ই  
শ্রফ্টিমধুর কিন্তু আমরা প্রকৃতই বি  
এগিয়েছি? শিক্ষার আলোতে  
অঙ্গকার দুর্ভীভূত হয়—মানুষ  
চেতনা ফিরে পায়ে। মুক্ত হৃদয়ে  
সবকিছুকে ঘূঁঝি দিয়ে বিচার  
বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করে  
কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত  
মানুষে পরিণত করতে পারে না  
সংকীর্ণতার প্রাচীর ভাঙতে পারে  
না, হাজারো কুসংস্কারের অহং  
বেড়াজালে আবদ্ধ রাখে, তাবে  
প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না, পুরুষগত  
বিদ্যা হতে পারে। অনার্য ভারতবর্ষে  
আব্দের আগমন, অনার্য দেবে  
পরাজয় এবং ব্রাহ্মণবাদী সমাজ  
থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল বৈষম্যমূলক  
সমাজ ব্যবস্থা। পরাজিত অনার্যের  
বনে, পাহাড় তলিতে আশ্রম  
নিয়েছেন এবং নিম্নতর জীবন  
ধারণে বাধ্য হয়েছেন। দেশের  
বঞ্চিত শুদ্র শ্রেণির মানুষ যাদের  
আমরা হরিজন বা দলিত শ্রেণি  
বলে চিনি, তারা সুদীর্ঘকালব্যাপী  
উচ্চশ্রেণির দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে

সংস্কৃতি ও ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলছে। সুদীর্ঘকাল সহবস্থান করেও অন্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি বা জ্ঞান আর্জন না করেই বিভিন্নভাবে আবাঞ্ছিত অবহেলিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বড় বিস্মিত হতে হয়, যখন দেশের বড় বড় মানুষদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন নতুন হাস্যকর, অবৈজ্ঞানিক তথ্য। যেমন গণগেশের মাথায় হাতিরমাথা বসানো গোমুত্র সেবনে স্তন ক্যান্সার নিরাময় প্রভৃতি। দেশবাসীকেও তাদের দেশপ্রেমের পরিকল্পনা দিতে হয় এসব তাবড় তাবড় মানুষদের মনের মতো করে, অন্যথায় দেশদ্রোহী সুলভ তকমা সেঁটে ঘায় গায়ে, প্রতিবাদী মুখগুলো হয়ে ওঠে আরবান নকশাল। এরাই অবলীলায় মিথ আর ইতিহাসের পার্থক্য করতেও ভুলে যান, তাই দেশের এক শ্রেণির আমজনতাও মিথকে এখন ইতিহাস বলেই ভাবতে শুরু করেছেন। দেশের বিজ্ঞান মঞ্চ, প্রত্ন তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এদের কাছে কি কিছুই পৌছতে পারেন? কবি, সাহিত্যিক শিল্পীদের দেশকালের গাণ্ডি দিয়ে বাঁধা যায়না, মানবতাই তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বিভেদের এই প্রাচীরটা এতদিন  
ছিল চোখের আড়ালে আজ তা  
প্রকাশ্য দিবালোকে এবং রাত্রির  
অন্ধকারে প্রকটভাবে দৃশ্যমান। এর  
ফলে দেশের দলিত শ্রেণির মানুষ  
ও মুসলমান সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে  
লাঞ্ছিত হচ্ছে অথচ এরাই দেশের  
একটি সুবৃহৎ জনগোষ্ঠী। দলিত  
সমাজের মানুষদের উপর নির্মল  
অত্যাচার, হত্যা ক্রমশ বেড়েই  
চলেছে। স্কুল কলেজ এবং  
সামাজিক জীবনেও এই  
অমানবিক দৃশ্য প্রায়শ ঘটে  
চলেছে। শিক্ষার অধিকার থেকে  
বঞ্চিত করার প্রবণতা, উচ্চবর্গের  
মেয়েদের সঙ্গে প্রণয়ঘৃতিত হত্যা  
কারার ঘটনার অসংখ্য নজির  
পাওয়া যায়। ফুল তোলার অপরাধে  
দলিত ছেলেকে হত্যা করা হয়,  
দলিত ছেলেকে পুলিশ আটকে  
রেখে তিনদিন ধরে অত্যাচার করে,  
দলিত নারীকে ডাইনি অপবাদে  
রাস্তায় উলঙ্গ করে ঘোরানো হয়,  
লকআপে মৃত্যু ঘটে, দলিত  
নারীকে গণধর্য করা হয়, জীবন্ত  
পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।  
আমাদের দেশের উপজাতি  
সম্প্রদায়ের মানুষেরা বনেজন্মলে  
বসবা করে, জঙ্গলই তাদের  
জীবিকার আধার অথচ ধীরে ধীরে

উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সংবিধানে দশ বছরের বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল, সেই সুবিধা আজও বলবৎ আছে। অনেকে সমালোচনা করে বলেন যে কোটা সিটেমের ফলে অনেক মেধা নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতই কি আজও সাতদশক পর দেশের তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটেছে? এখনও দেখি ওই মানুষগুলো তিরধনুক নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের বসতিগুলো ঘুরলে বোঝা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থে কঠটা উন্নয়ন ঘটেছে। এর দায় কে নেবে, দায় তো রাষ্ট্রের না অন্য কারও? এখন আবার আসছে এনআরসি, ক্যাব—বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর না আছে নিজস্ব ভূমি না আছে দলিলপত্র। কীভাবে প্রমাণ করবে যে তারাই প্রকৃত মানুষের ভূমিপুত্র? এদের অধিকাংশের ঠিকানা কী হবে ওই ডিটেনশন ক্যাম্প? আর তারপর আশ্চর্য আদানিদের মতো বড় বড় কোম্পানিগুলি কি পেয়ে যাবে আধুনিক যুগের দাস?

এবার আসি দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রসঙ্গে। এদের অবস্থাও কি ওই দলিত

রাকেশ শর্মা ও গেয়েছিলে মহাকাশ থেকে, প্রার্থনা সভা ছাত্রাবীদের গাওয়ানোর জ একুশে আইনের অপরাধ শিক্ষককে সাসপেন্ড হতে হ মানুষকে শেখানো হ মুসলমানরা যেন এদের অবাঞ্ছিত। মাদ্রাসা মাঠে উগ্রপন্থীদের আঁতুড়মর, মাত্র। শতাংশ মুসলমানের জন্য এদের যেন আর নিরাপদ নয়। মনে রাখ প্রয়োজন ইসলাম অ মুসলমানের মধ্যে অনেক পার্থ বিদ্যমান। প্রতি এখ হাজ মুসলমানের মধ্যে হয়ত একজ ইসলামকে বোঝেন আর নগ সংখ্যক ব্যক্তি ধর্মাচরণ করে ইতিহাসকে এক শ্রেণি ক্ষমতালোভী দল বিকৃত করে প্রচেষ্টায় মদমত। স্বাধীনতা যুদ্ধে ইতিহাসে মুসলমানান্তর অবদানকেও সেভাবে প্রাধা দেওয়া হয় না। ফলে সহজেই এ সম্প্রদায়ের উপর অবহেলা বেঁচে যায় এবং বিভেদকারী অশুভ শক্তি পেশিশক্তি বৃদ্ধি পায়। বলা হয় মুসলমান শাসনকালে হিন্দুদের উপর প্রচুর অত্যাচার হয়েছে। ইতিহাসে আমরা দেখি, মারাঠ বাংলায় চাল লক্ষ মানুষকে হ

প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত। অনেকে পরিবারের কোরানের নরম সুরা 'তাওয়ারা' পঞ্চম আয়াতটিকে সোর্ড ভাষ্য হিসাবে উল্লেখ করেন কিন্তু তা আগের বা পরের অংশ নিয়ে আলোচনা হয় না। আসলে কোরান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই। থাকার জন্য এই ঘটনা ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে উসলামোফেবিয়ার বিস্তৃতি ঘটেছে—এর ফলে সারা পৃথিবীতে জুড়ে মুসলমানদের প্রতি বিদ্রোহ বিষ পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর পিছনে ছিল যুদ্ধ, তাস্ক ব্যবস্থা ও মধ্য প্রাচ্যের বিপুল খনিজ তেজ ভাস্তরের উপর কর্তৃত কায়েম। দেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান ইস্যু মুসলমান ও পাকিস্তানী ঠিক যেমন পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান ইস্যু ভারত বিদ্রোহ কাশ্মীর—এদের গোপন রহস্য। হচ্ছে মসনদের মোহ। ইসলাম মুসলমান মানেই উঠাবাদী নয়। যেমনটি বলা যায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে। উদ্বাদীর কেনও ধর্ম হয় না, কেন হতে পারে পৃথিবীর যে কোনও ধ



কিন্তু অবাক হয়ে যায় বঙ্গিমচন্দ্রের  
উপন্যাসে যখন বার বার চোখে  
পড়ে স্লেছ, যবন শব্দগুলো।  
শর ও চন্দ্রের উপন্যাসে দেখি,  
বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমানদের  
ফুটবল। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের  
ইতিহাস হাজার হাজার বৈদ্ব গান  
ও দেহাণ্ডিকে অস্ত্যজ শ্রেণির  
মানুষদের জীবনযাপন দেখি,  
মনসামঙ্গল, চগ্নীমঙ্গল,  
ভৌকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি। অদ্ভুতভাবে  
চোখে পড়ে—মুসলমানী সাহিত্য।  
সাহিত্য কি কখনও হিন্দু সাহিত্য  
মুসলমান সাহিত্য হতে পারে?

ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের সেই অধিকার। দেশের বনভূমি ক্রমাগত ধ্বংস করাই হচ্ছে, ২০১৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত বিগত তিরিশ বছরে ১৪০০০ বর্গ কিমি বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে, অর্থাৎ আগুন ২৭৫ মিলিয়ন মানুষ জীবিকার জন্য বনভূমির উপর নির্ভরশীল। এর ফলে কেবলমাত্র তাদের জীবিকা সংকটই সৃষ্টি হচ্ছে না, সবুজ বন ধ্বংস করার ফলে পরিবেশের দৈন্য চেহারাটা নথ হয়ে উঠছে। স্বাধীনোন্নত ভারতবর্ষে তপশ্চিলি জাতি ও

মানুষগুলোর মতোই? দেশের এক শ্রেণির আইটি সেল সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা পচারণায় সন্দাহস্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের উপর গোরক্ষকদের তাওব, লিখিং যেন বৈধতা প্রাপ্ত এক অদৃশ্য আইন। লিখিংয়ের বিরুদ্ধে দেশের বিশিষ্টজনেরা যখন খোলা চিঠি দেন তারা দেশদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত হন, ডক্টর কাফিল খানের ঘটনাতেও মানুষ হতকিত হয়ে ওঠে। কবি ইকবালের ‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা’ যেটা স্কোয়াড্রন লিডার

তাহলে দেখতে পাবে, কোথা  
হিংসা নেই, বিদ্রোহ নেই, আদেশ  
শুধু উদার হস্তয়ে মানবপ্রে  
বার্তা।

আজকের দিনে প্রকৃত ধর্ম  
ভাণ্ডারের কবলে পড়ে প্রতিনিয়ন  
ধুক্কে। আশার কথা এই যে, এখন  
কিছু মানুষ আছেন যাঁরা এই দৃঢ়ু  
ছড়ানোর অদূরদর্শীতা করে  
বিবেচনা করে প্রতিদিন তীব্র  
প্রতিবাদ করছেন—এরা হিন্দু  
মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান প্রভৃতি  
ধর্মের হলেও প্রকৃতিতে মানুষ  
(সৌজন্য-দৈ: স্টেটসম্যান)

# মহারাষ্ট্রীয় নাটকে কংগ্রেস আত্মকাত্রের নীচে

সৌম্য বন্দেপাধ্যায়

হারাও়ান্তে কার হাসি শেষ পর্যন্ত  
ইঁচৈ সেই রহস্যের সমাধানে  
শেষে দেরি লাগল না। চক্ষু-কণ্ঠের  
বিদাইভজ্ঞে মঙ্গলবার সুপ্রিম রায়  
সে যাওয়ার পর দেওয়াল লিখন  
ততে বিজেপির 'সুপ্রিম নেতৃত্বা'  
দেরি করেননি। চারদিনের  
খ্যামন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে  
ঙঙলবার বিকেলেই পদত্যাগ  
বরতে বাল হল। চারদিন ধরে  
মাঝের টাই ভিন্নতা' বলে ছংকাৰ

দেওয়ার পর মঙ্গলবার বিকেলে যাল, তাকে ‘অ্যান্টি রাইম্যাস্ক’ ছাড়ান্য কিছু বলা যাচ্ছে না। সর্বিধান গণ্যনের ৭০ তম বার্ষিকীতে সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং চিত্ত্যবোধ নিয়ে দিনভর প্রশ়ংস্থার পর যা ঘটল, তা ভারতীয় গণতন্ত্র এবং বিচারবিভাগীয় প্রযুক্তেই রাখিয়ে গেল।

থাথ একটা সময় মনে হচ্ছিল, হারান্ত সম্ভবত এক মহাচমকের পথে এগিয়ে চলেছে। একটা নেটনার খিলার মেন পরতে পরতে নেজেন ও আগ্রহের জন্ম দিচ্ছে। ইই মহাটনাক উপস্থাপনার জন্য ভারতীয় রাজনীতি যে-দু'জনের পাশে ঝঞ্চি থাকবে— তাঁদের শরদ পাওয়ার এবং অমিত শাহ—সেই দুই চিরিব। মহারাষ্ট্রে এই মহানাটকীয় মহাত্মুপুরের প্রতিটি বাঁকে রয়ে গিয়েছে এই দুই প্রবীণ ও নবীনের এক অত্যশ্চর্যীয় নাছোড় দৈরেখ। রাজনীতি সচেতন দেশবাসী তার সাক্ষী হয়ে রইল। দৈরেখ না কি ‘মক ফাইট’—মহারাষ্ট্রীয় কুনাট্য সেই সংশ্যৱেরও যে জন্ম দেয়নি তা নয়। সেই অঙ্গুত এবং বিস্ময়কর বিহুলতার কারণও ছিলেন ক্লাসিক্যাল শরদ পাওয়ার। তাঁর ছায়ায় বেড়ে ওঠা তাঁরাই বাইপো অজিত শুঁরুবার মধ্যরাত্রে যে খেলটা খেললেন, তা কাকার আলীর্বাদী হাত মাথায় রেখে কি না—সেই হেঁয়ালিতে খানিকটা

সময় বুঁদ হয়ে ছিল গোটা দেশ। এতটাই যে, বহু প্রাচীন শরিক দলের কোনও কোনও নেতা বিআন্তিতে ভুগে তাঁকে প্রায় মিরজাফরের আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেটাও এই খিলারেই একটা অতি সংক্ষিপ্ত অঙ্ক। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সেই কুয়াশ কেটে বেরিয়ে প্রবীণ পাওয়ার এই লড়াইয়ে নিজের আত্মসম্ম্যানকে বাজি রাখেন। সোমবার রাতে তিন দলের সম্প্রিলিত সমাবেশ প্রবল

যেত? তা না করায় কেন্দ্র রাষ্ট্রপতি  
শাসন জারির সুযোগ হাতে পেয়ে  
গেল। কানাঘুয়ো কানাকানি হওয়া  
এই তিনি ঘটনা তিলকে তাল করে  
তোলে অজিত পাওয়ারের  
ভুলবদ্ধনের সময়। প্রবীণ পাওয়ার  
কালক্ষেপ না করে সদেহ, অবিশ্বাস  
ও জল্লানার সেই আণন্দে জল  
ছিটিয়ে নিজের সম্মান বাঁচানোর  
চেষ্টা করেছেন।। এবং তারপর  
থেকে যা য তিনি করে চলেছেন  
তাতে এই ধারণাই মজবুত হয়েছে,  
তোলা হয়েছে, তা ঠিক  
শিবসেনার বিদ্রোহ মেরিকি ন  
জানার পরেও কেন এই দলটা তা  
'প্ল্যান এ বিস' তৈরি করতে পার  
না? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কে  
শরদ পাওয়ারের যুক্তি ও চাপে  
কাছে নিজেদের সমর্পণ করবে  
হল? শিবসেনাকে সঙ্গ দিবে  
নীতিভূষ্ট ও জাত যাওয়ার  
যুক্তিটা শুনতে হচ্ছিল---সেই  
বিতর্কের মীমাংসা কেন তার  
আগেই করে ফেলিনি

প্রতিপক্ষের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এটা মহারাষ্ট্র। গোয়া বা মণিপুর নয়।’ জীবনের উপাস্তে এসে অসুস্থ ও অশক্ত শরদ পাওয়ারকে আজ লড়তে হল নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য। তাঁর মতো বর্ণময় এক রাজনীতিকের কাছে এর প্রয়োজন ছিল কি না তা তাঁকেই ভেবে দেখতে হবে।

মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে শরদ পাওয়ার একাধিকবার অকল্পনীয় ভোলবদল করেছেন। কিন্তু চিরকাল নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছেন। অজিত পাওয়ারকে সামনে ঠেলে এবারেও তিনি সেই ভুলবদল করতে চেয়েছিলেন কि

পট্টানায়কের বিজেডি-র গালভর প্রশংসা প্রধানমন্ত্রী কেন করলেন এই ডামাডোলে সেই প্রশংসণ উঠে দেল কে বা কারা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল পরবর্তী রাষ্ট্রতি হিসাবে শরদ পাওয়ারের নামটাও।

এটাই এদেশের রাজনীতি কার্যকারণ ছাড়া যেকানে কিছুই হচ্ছে না।

উত্তর এখন ও অজনা আরও একটা প্রশ্নের। রাজ্যপাল ভগত সিকোশিয়াড়ি যখন এনসিপি-বেস সরকারগড়তে ডাকলেন, একদিন সময় দিলেন, শরদের দল তৎক্ষণাৎ কেন রাজ্যপালকে ‘আরও সময় দেওয়ার’ অনুরোধ জানাল? সেন্দিপ্পে সঙ্কেতেও তো সেই সময় চাওয়ার



# ବ୍ୟାକ

## ହୃଦୟକବ୍ୟାକମ

ବିଜ୍ଞାନ

# ଦୁଇ ନୟାନେ ମେହେର ହାସି ଲୋଟଗେତ ଆଶ୍ରମବରଣ

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। প্রতিবাদী।  
কন্যাসন্তানের জননী। সমুদ্রতটে  
বিকিনিতে বয়সকে হার মানিয়ে  
দুনিয়া উত্তালকারিনী। তিনি  
সালমা হায়েক। লিখলেন  
দেবারতি দশশুণ্ড ইনস্টাথ্রামে  
ভাইরাল সেই ছবি। ফিল্মজা রঙ  
বিকিনিতে মেঞ্জিকোর  
সমুদ্রসৈকতে উচ্ছ্঵ল সালমা  
হায়েক। হাস্যে-লাস্যে মোহময়ী।  
কে বলবে হলিউডের ডাকসাইটে  
অভিনেত্রী এখন ৫০! ঠিকই  
পড়ছেন। তিশান। সালমা “ফ্রিডা”  
হায়েক তাঁর ৫০ তম জন্মদিনে  
স্বদেশ মেঞ্জিকোতে  
অবসরযাপনের এই নজরকাড়া ছবি  
পোস্ট করেছেন। এবং দেখিয়ে  
দিয়েছেন, এই তিশানতেও খবরে  
তিনি। তিনিই নিন্দাকুকে বলে থাকে,  
মেয়েরা নাকি বয়স নুকোয়।  
তাদের আচ্ছা করে জবাব দিয়ে  
ছবির সঙ্গে সালমার টুইট, “হ্যাঁ,  
কাল আমার ৫০ হবে।  
তো?” এখনও হলিউডের  
প্রথমসারির অভিনেত্রীদের  
অন্যতম, ফ্লান্সের ধনকুবের  
ফ্লাসোয়া অঁরি পিনোর ঘরণী, কন্যা  
ভ্যালেন্টিনার মা সালমা বরাবর  
ছকভাঙ্গ। তাই কেরিয়ারের  
মধ্যগগনে থেকে মেঞ্জিকোর  
কিংবদন্তি মুরাল শিল্পী ফ্রিডা  
কাহলোর জীবনগাথা সেলুলারেডে  
জীবন্ত করতে যেমন সর্বস্ব বাজি  
ধরতে পারেন, তেমনই “নিউ ইয়ার্ক  
টাইমস”-এর উত্তর সম্পাদকীয়া  
কলামে হলিউডের একদা নম্বর  
প্রযোজক ধারাবাহিক হেনস্টাকারী,  
ধর্ষক হার্টে ওয়েনস্টাইনের মুখোশ  
খুলতে পারেন  
অনায়াসে। “ডেসপারেডো”,  
“ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্ট”,  
“ওয়ানস আপন আ টাইম ইন  
মেঞ্জিকো”, “ফ্রেম ডাস্ক টিল ডেন”  
এবং অবশ্যই “ফ্রিডা” খ্যাত  
অভিনেত্রী যে আগলখোলা  
প্রতিবাদী, তা গতবছর হলিউড  
ছাড়িয়ে মার্কিন মূলক হয়ে জেনে  
গেছে তাবত বিশ্ব। আমেরিকায়  
তখন “পিমিটু” বড় আদোলনের  
আকার নিয়েছে। তুনশী দত্তের  
মারফত এদেশে আসতে তখনও  
কিছু বাকি। ওয়েনস্টাইনের  
সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত  
ততকালীন “মিরাম্যাল্ল” প্রযোজনা  
সংস্থা যে আসলে এক নারীলোলুপ,  
বিকারগ্রাসের ডেরা এবং সেখানে  
ধারাবাহিকভাবে হেনস্টার শিকার  
হয়েছেন এক সে এক নামজাদা  
থেকে শুরু করে স্বল্পখ্যাত  
অভিনেত্রীরা, তা তখন একটু একটু  
করে জানছে আমেরিকা তখনই  
কলম ধরে ছিলেন সালমা।  
জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন তাঁর  
জীবনের দীর্ঘ অন্ধকার অধ্যায়। দুঃ  
স্মের সেই সময় সালমাকে  
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল ১৪  
বছর। একটা ছবির মতো ছবি  
করবেন বলে মেঞ্জিকোর মহায়সী  
শিল্পী ফ্রিডা কাহলোর গল্প সারা  
বিশ্বকে শোনাবেন বলে সালমার  
বিবরণে “রাক্ষস” ওয়েনস্টাইনের  
কাছে বাঁধা পড়ে ছিলেন। ছবির  
খাতিরে প্রকাশ্যে সেই “রাক্ষসের”  
সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেছেন।  
কিন্তু একটা সময় আসে, যখন  
কোনও বাধাই আর বাধা হয়ে  
দাঁড়ায় না। যখন সুরে দাঁড়াতেই  
হয়। “নিউ ইয়ার্ক টাইমস”-এ তাঁর  
জবাবদিলি লিখে ওয়েনস্টাইনকে,  
ওয়েনস্টাইনদের স্বরূপ প্রকাশ  
করেছিলেন সালমা। তাঁর কথায়,  
সেইসব কোটিকোটি মেয়ের কষ্টস্বর  
হয়ে ছিলেন, বাঁরা কোনও না  
কোনও ওয়েনস্টাইনের লালসার  
শিকার হয়েছেন তখন নয়ের  
দশকের শেষ। মেঞ্জিকোয় ছেট

পর্দা উত্তরে হলিউডে পাঢ়ি দিয়ে “ফুলস রাশ ইন”, “ডেসপারেডো”-র মতো কিছু ছবি সম্পূর্ণ সালমার। পরিচালক রবার্ট রডরিগেস এবং তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ অ্যাভেলানের মাঝে ফুরত ওয়েস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় হয়। “ফ্রিডা”-র চিত্রনাট্য পড়ে উত্সাহ দেখান ততকালীন “মিরাম্যাঞ্জ” সংস্থার হৃত্যকর্তা। চুক্তি হয়, অভিনয়ের পারিশ্রমিক পাবেন সালমা। ছবির ব্যবসার টাকা ঘরে তুলবেন ওয়েস্টাইন। তবে তা শর্ত সাপেক্ষ। সালমা “মিরাম্যাঞ্জ”-এর সঙ্গে আরও কিছু ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তবেই দিনের আলো দেখবে “ফ্রিডা”。 রাজি হয়ে যান সালমা। আসলে ফাঁদে পা দেন। এর পর যখন যেখানে শুটিং হয়েছে, অনবরত তাঁকে কুপ্তাব দিয়েছেন ওয়েস্টাইন। যাঁকে আদ্যাস্ত পারিবারিক মানুষ, ভাল স্বামী, ভাল বাবা হিসেবে দেখত হলিউড প্রতিবারই “না” বলেছিলেন সালমা। সেটা ওয়েস্টাইনকে আরও ঝুঁজ করেছিল। ইচ্ছে করে সবার সামনে সালমার অভিনয়ের খুঁত ধরতেন। নতুন করে চিত্রনাট্য লিখতে বাধ্য করেন। আবদার করেন, ছবিতে মুখ দেখানোর মতো অকিঞ্চিতকর চরিত্রে নামী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিতে হবে। সালমা লিখেছিলেন, “ভাগ্য ভাল আমার সহকর্মী বন্ধু আস্তেনিও বান্দেরাস, এডওয়ার্ড নর্টন, অ্যাশল জুডেরা রাজি হয়েছিলেন”। শুধু রাজি হননি। ওই কঠিন সময়ে সালমাকে আগলে রেখেছিলেন। মনোবল জুগিয়েছিলেন। চুক্তিরক্ষা করতে ১৪ বছর ওয়েস্টাইনের “ইত্তের

ঠোঁয়ো” ছিলেন সালমা। তাঁকে  
মাদৌ কোনও শিল্পীই মনে  
বরতেন না ওয়েস্টাইন। মানুষও  
না! সালমা লিখেছেন, তিনি বা  
মন্য কোনও মহিলা ওই  
যোজকের কাছে নেহাত  
গাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই  
ইলেন না। তাঁকি শেষ হতে  
“জীবন” ফিরে পেয়েছেন।  
অভিনয়ে পেয়েছেন একের পর  
এক সাফল্য। যার মধ্যে বিশেষ  
টল্লেখযোগে “খলিল গিরান”স-  
ফেটে”।

পাশা পাশি

উনিসেফের শুভেচ্ছাদুত  
ইসেবে কাজ করেছেন। শিশুদের  
পৃষ্ঠি নিয়ে কাজ করতে পোছে  
যোগেছেন সিয়েরা লিওন-সহ  
ত্তীয় বিশ্বের দেশে দেশে।  
হিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা নিয়ে  
বরব হতে মার্কিন সেনেট  
সমিতিটে “ভারোলেস এগেনস্ট  
ইমেল অ্যাস্ট” আনতে সক্রিয়  
মিকা নিয়েছেন।

মাফগানিস্তানে মহিলাদের  
যুনতম অধিকার না থাকায়  
যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনোল  
স্থিতি প্রতিবাদ  
নিয়েছেন। নিজের প্রসাধনী  
ঝংস্থা “ন্যুয়াল” শুরু করেছেন।  
জঙ্গীবনে সবচেয়ে বড়  
টনাটি ঘটিয়েছেন ২০০৯  
লালে। ফরাসি শিল্পাদ্যোগী  
কেরিং” সংস্থার সিইও ফ্রাঁসোয়া  
মার্ভি পিলোকে বিয়ে করে। তাঁদের  
ন্যা ভ্যালেন্টিন খ্রিস্টাদের  
ব্যাস্ত যে, মারের জয়দিনের পার্টির  
মার্যাজন করতে পারে একার খুদে  
তাতে। জয়দিনের যত ছবি আর  
ভিডিও পোস্ট করেছেন সালমা,  
আর মধ্যে উজ্জ্বলতম মা-মেয়ের  
তাত ধরে ঘুরে ঘুরে নাচার দৃশ্য।  
আর সালমার কথায় “প্রচুর বেসুরো  
নান” গাওয়ার।

করা ফল বা সবজির চেয়ে  
ফল ও সবজি খাওয়া অনেক  
শুষ্ক পুষ্টিকর। সব সবজি যে কাঁচা  
তে হবে এমন নয়। তবে  
সদিনের ডায়েট চার্টে কিছু কিছু  
সবজি বা ফল রাখুন। যেসব  
বারে বেশি এনজাইম থাকে  
ন পেঁপে, আনারস, বাঁধাকপি,  
বিট, স্প্রাউটস এগুলো রাখা  
করে কাঁচাই খান, বেশি উপকার  
বেন। জেনে নিন কেন কাঁচা  
জি খাওয়া জরুরি কাঁচা ফল ও  
জিকে লাইফ ফুড বলা হয়। শরীর  
রাখতে ভিটামিন, মিনারেল,  
ট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের  
ম আহার প্রয়োজন। কারণ,  
মরা সারাদিনে যা খাবার খাই,  
থেকেই কাজ করার শক্তি পাই।  
রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন,  
ট, কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবার  
কেই পেয়ে থাকি। তবে  
জাইমের সাহায্য ছাড়া খাবারে  
প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো  
চ, চুল, ভক, মাংসপেশীতে  
প্রবেশ করতে পারে না। আর  
চা ফল বা সবজিতে প্রচুর  
মাণে এনজাইম থাকে, যা হজম  
বাড়তেও সাহায্য করে। তাই  
করা ফল ও সবজির চেয়ে কাঁচা  
বা সবজি খাওয়া বেশি  
ক্ষেপারী। খাবারে উ প্রস্তুত  
জাইম ও নিউট্রিয়েন্ট তাপের  
প্রশ্রেণি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।  
ই ফল বা সবজি যখন রাখা করা  
তখন তাপের সংস্পর্শে সেই  
বারে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্ট ও  
জাইম অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে  
।। ফলে আপনি সেই একই  
জি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে  
টা প্রোটিন, ভিটামিন,  
মারেলস বা এনজাইম শরীরে  
চ, যখন সেটাই রাখা করে খাবেন

# মুস্বাহের জন্য প্রতিদিন কাঁচা সজি ও ফল খান



বেঁকেই বাজি করার শাস্তি পাই।  
রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন,  
টি, কাৰ্বোহাইড্রেট আমুৱা খাবার  
কেই পেয়ে থাকি। তবে  
জাইমেৰ সাহায্য ছাড়া খাবারে  
চা প্রোটিন, ফ্যাট,  
হাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো  
চ, চুল, ভুক, মাংসপেশীতে  
প্ৰবেশ কৰতে পাৰে না। আৱ  
চা ফল বা সবজিতে প্ৰচুৰ  
মাণে এনজাইম থাকে, যা হজম  
কৰা বাড়াতেও সাহায্য কৰে। তাই  
কৰা ফল ও সবজিৰ চেয়ে কাঁচা  
বা সবজি খাওয়া বেশ  
কৰাবী। খাবারে উপস্থিত  
জাইম ও নিউট্ৰিয়েন্ট তাপেৱ  
পৰ্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।  
ফল বা সবজি যখন রান্না কৰা  
থখন তাপেৱ সংস্পৰ্শে সেই  
কৰাবৰ উপস্থিত নিউট্ৰিয়েন্ট ও  
জাইম অনেককাংশেই নষ্ট হয়ে  
। ফলে আপনি সেই একই  
জি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে  
টা প্রোটিন, ভিটামিন,  
পৱেলেস বা এনজাইম শৰীৱে  
চ, যখন সেটাই রান্না কৰে খাবেন  
ৰ পুষ্টিগুণ অনেককাংশে কমে  
। শুধু তাই নয়, প্ৰসেসড  
কৰাবৰ উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন

খাবাট  
থাকে  
কোনে  
সময়  
মেশান  
বরফ দ  
পারে।  
থেকে  
আইস  
নয়। যি  
ভ্রমণে  
নিই। ২  
পাওয়া  
ডিম খ  
কিন্তু ২  
ডিম ন  
সবজি  
খুললে  
গিয়ে  
হয়েছে  
জল  
সেগুনে  
ছিল, ৫  
না। ত  
সালাদ  
হবে।  
পরিবে  
খাওয়া

ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা  
বিশেষত, জল বা অন্য  
কোমলপানীয় প্রহণের  
স্তান্তা থেকে কেনা বরফ  
উচিত নয়। কারণ এই  
বিষয়ত জল থেকে তৈরি হতে  
রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড  
ছানীয়ভাবে তৈরি খোলা  
ক্রিম খাওয়া উচিত  
ম: আমরা অনেকেই  
সময় আধ সিদ্ধ ডিম সঙ্গে  
স বা রেলস্টেশনেও ডিম  
যায়। অনেকের তো কাঁচা  
ওয়ারণ অভ্যন্ত আছে।  
আপথে আধ সিদ্ধ বা কাঁচা  
খাওয়াটাই ভালো কাঁচা  
যেকোনো অরণ গাইড  
দেখবেন নতুন জায়গায়  
বালাদ খেতে নিষেধ করা  
কারণ সবজিগুলো কেমন  
দিয়ে খোয়া হয়েছে,  
তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে  
টাটা নিশ্চিত করে বলা যায়  
ই বিদেশে গিয়ে সবজির  
একটু ভেবেচিস্তে খেতে  
অনেক দেশে দূষিত  
সবজি চায় হয়, যা কাঁচা  
ঝঁকিপর্ণ। তাই যাত্রাপথে

জায়গায় গিয়ে সবজির  
কে দূরে থাকুন। দরকার  
যা করা গরম সবজি  
টেলিবেন্ট এড়িয়ে চলুন:  
বার পথে টিউট ফুড  
অধিকতর নিরাপদ  
আপনার সামনেই  
হচ্ছে। অন্যদিকে  
কর পাশে বা বিভিন্ন  
যসব রেস্টুরেন্ট থাকে,  
কিভাবে খাবার তৈরি  
আপনি জানেন না।  
মানে রেস্টুরেন্টকে  
ই বর্জন করতে হবে, তা  
টুরেন্টে গেলে এমন  
নন, যখন লোক সমাগম  
ক সস, আচার: সস,  
চাটনি থেকে দূরে  
শচয়ই কষ্টকর। কিন্তু  
লো থেকে দূরে থাকাই  
স্থায়টের আচার বা সস  
নোংরা জল বা অন্য  
ব্যবহার করা হয়।  
জল ও সবজি থেকে  
বারের ক্ষেত্রে সতর্ক  
হবে। কারণ এগুলো  
এবং বাসি সবজি দিয়ে

মেক-আপ করে আর ক’দিন কমবয়সি  
সাজবেন ? ”বুড়ি” বলে আক্রমণ মালাইকাকে

ছবিটি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায়  
শেয়ার করলেন, লাইক-কমেন্টের  
বন্যা বয়ে গেল। বড়পর্দায় সেভাবে  
দেখা না গেলেও সবসময়েই  
লাইমলাইটে থাকেন মালাইকা।  
অঙুল কাপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক,  
বিয়ে সবিকথু যেন বলিপাড়ার “হট  
গিসিপ” বর্তমানে। বলিউডের  
একসময়কার এই “আইটেম  
গাল”-এর গুণমুন্দ্রের সংখ্যাও  
নেহাত কম নয়! তাঁর ফ্যাশন  
স্টেটমেন্টে মুঝ অনুরাগীরা  
“ফ্যাশনিস্টা” তকমাও সেঁটেছেন।  
আর সেই মালাইকাকেই কিনা  
জোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে  
হল সম্পত্তি নিজের ‘ইনস্টাট্রামে  
বেশি কিছু ফ্যাশন শুটের ছবি  
আপলোড করেছিলেন মালাইকা।  
সেখানেই ঘটনার সূত্রপাত। সেসব  
ছবি শেয়ার করতেই জোর  
সমালোচনার মুখে পড়তে হল  
“ছাইয়া গাল”কে। মেটিজেনদের  
একাংশ মালাইকাকে “বুড়ি” বলে  
আক্রমণ করতে শুরু করে। “যতই  
মেক-আপ করুণ, চেহারার  
বলিলেখা কোনওভাবেই লুকোতে  
পারবেন না!” এমনভাবেই  
সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ করা  
হয় মালাইকাকে। “মেক-আপ  
করে আর কতদিন পর্যন্ত নিজেকে  
ক্ষমতাপূর্ণ করবেন?”

তরঁতপূর্ণ বিষয় হল, স্বামী ও স্ত্রীর  
ক্ষেত্রে গ্রংগ পরীক্ষা করে নেওয়া।  
কিন্তু আমরা অধিকাক্ষ মানুষই এই  
বিষয়টার দিকে কোনও ধরনের নজর  
নেই না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে  
নওয়া যাক: স্বামী ও স্ত্রীর রক্তের গ্রংগ  
কক হলে কোনও সমস্যা হয় কি?  
নেকেই ভাবেন এর ফলে সত্ত্বান  
সুস্থ হবে না। কিন্তু চিকিৎসকদের  
তে, এতে কোনও সমস্যাই হয় না।  
শিয়াতে প্রায় ৪৬ ভাগ মানুষের  
ক্ষেত্রে গ্রংগ "বি"। এশিয়ায়  
নগেটিভ রুড় গ্রংগ ৫ শতাংশ,  
সখানে ইউরোপ আমেরিকাতে  
প্রায় ১৫ শতাংশ। যেখানে  
স্টেপমহাদেশে সিংহভাগ মানুষের  
ক্ষেত্রে গ্রংগ "বি"। সেখানে  
স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রংগের মিল হবে  
সচাই স্বাভাবিক। কিন্তু, যদি স্ত্রীর  
নগেটিভ রক্তের গ্রংগ থাকে এবং  
স্বামীর পজিটিভ গ্রংগ থাকে তাহলে  
সমস্যা হয়ে থাকে— সম্পূর্ণ ভুল  
গাণ। কারণ, থ্যালোসেমিয়া রোগ  
গ্রামোজোম অ্যাবনরমালিটি  
থাকে হয় স্বামী পজিটিভ ( ) স্ত্রী  
জেটিভ ( ) হলে সুস্থ সত্ত্ব। স্বামী  
নগেটিভ ( - ) স্ত্রী নেগেটিভ ( - )  
লে সুস্থ সত্ত্ব। স্বামী নগেটিভ  
( - ) স্ত্রী পজিটিভ ( ) হলে সুস্থ  
সত্ত্ব। স্বামী পজিটিভ ( ) স্ত্রী  
নগেটিভ ( - ) হলে প্রথম সত্ত্ব সুস্থ,  
তৃতীয় থেকে সমস্যা হয়।

মাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে  
নিয়মের কারণেই অধিকাংশ  
ত্রে "স্লিপ ডিস্ক" বা "ডিস্ক  
ল্যান্স" এর সৃষ্টি হয়। দিনের  
দিন কোমরের কাছে মেরদণ্ডের  
হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি  
পড়তে পড়তে এক সময়  
নের স্থায়ুতে চাপ দিতে শুরু  
এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট  
মার মতো টীব্র ব্যথা। দেখা দেয়  
যাকি উট ডিস্ক ল্যান্স" অনেক সময় নীচু হয়ে  
কা টানে কিছু সরাতে গিয়ে,  
না জেনেবুরো ব্যায়াম করতে  
যাও সমস্যা হতে পারে। আবার  
যাম না করার অভ্যাস ও  
বসিটি থাকলেও সমস্যা হতে  
র। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ  
শ হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের  
বয়দের ক্ষেত্রে বেশি হয় "ক্রিনিক  
ক প্লোয়ান্স"। এই অসুখে প্রথম  
ক হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ  
থাকে বলে অনেকেই বাথাকে  
জ দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে  
টেল হয়ে উঠতে থাকে এই  
এমন একটা সময় আসে যখন

# দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে শিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

মাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে নিয়মের কারণেই অধিকাংশ ত্বে 'প্লিপ ডিস্ক' বা 'ডিস্ক ল্যাঙ্ক' এর সৃষ্টি হয়। দিনের দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি পড়তে পড়তে এক সময় হনের স্থায়তে চাপ দিতে শুরু র এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট প্যার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় 'যাকিউট ডিস্ক ল্যাঙ্ক' অনেক সময় নীচু হয়ে ঢকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, না জেনেবুরো ব্যায়াম করতে যও সমস্যা হতে পারে। আবার যাম না করার অভ্যাস ও বসিস্টি থাকলেও সমস্যা হতে র। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ শি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের যদের ক্ষেত্রে বেশি হয় 'ক্রিনিক ক্ষ প্লোয়াঙ্ক'। এই অসুবিধে প্রথম ক হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ থাকে বলে অনেকেই ব্যাথাকে গ দেয় ন। তাই ভিতরে ভিতরে টেল হয়ে উঠতে থাকে এই এমন একটা সময় আসে যখন

A black and white photograph of a person from behind, highlighting a significant physical deformity. The individual has a extreme hunched posture, with their upper body leaning forward at an unnatural angle. A prominent sacral protuberance is visible at the bottom of the spine. The person is wearing dark trousers and a light-colored shirt.

ତାକେ କେଟେ ନାର୍ତ୍ତକେ  
କରା । ଖୁବ ଏକଟା  
କରତେ ହୁଯ ନା ଏତେ ।  
ହିଙ୍ଗେକୋପେର ସାହାଯ୍ୟେ,  
ଛୋଟୁ ଫୁଟୋ କରେ  
ପର ସାହାଯ୍ୟେ ଅପାରେଶନ  
କ ଡିଙ୍କ ପ୍ଲୋଲ୍ୟାଙ୍କେ ବଡ଼  
ନ କରାତେ ହୁଯ । ତବେ  
କ୍ଷତ୍ରେ ଅପାରେଶନର ପର  
ମ ଯାଯ ।

# শিল্পতে ভরা এক রহস্যের গল্প শোনাবে ”পেন্টিংস ইন দ্য ডার্ক”!

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা না কি জীবনযুদ্ধ ? কে শেষ কথা বলে ? শারীরিক  
প্রতিবন্ধকতার কবলে পড়া মানুষগুলো কি সত্যিই করেই প্রতিবন্ধক ?  
নাকি মানসিক জোড় থাকলে যে কোনো পাহাড় ই জয় করা যায়। সে  
পর্বত শৃঙ্খই হোক কিংবা জীবনে চলার পথে নানান প্রতিবন্ধকতা এরকমই  
এক ছেলে হল অন্ধ ইমেন্যুরেল। কিন্তু সে তার অন্ধস্তুকেই পরম যত্নে  
কোথাও যেন আপন করে নিয়েছিল। করেছিল নিজের মধ্যে লালন।  
ছেলেবেলায় মা হারা অন্ধ ইমেন্যুরেল এর জীবনের একমাত্র প্রেম ছিল  
ছবি অঁকা। কিন্তু ওই যে বলে, দুর্ঘর কিছু মানুষের মধ্যে আজাস্তেই  
অনেক কিছু গুণ দিয়ে পাঠান। চোখে দেখতে না পেলেও ইমেন্যুরেল  
শব্দকে সঙ্গী করে আঁকত অকল্পনীয় সব ছবি। এর পর ইমেন্যুরেল তার  
মায়ের খোঁজে শহরে আসে এবং চাইল্ড প্রসেসিটিউশান র্যাকেটে জড়িয়ে  
পড়ে। এরপর তার জীবনে আসে জেরেল। কিন্তু কে এই জেরেল ? সে কি  
ছিল তার ভালোবাসা নাকি শুধুই ভালোলাগা ? ইমেন্যুরেল কি পারবে তার  
মাকে খুঁজে বার করতে ? সে কি আদণ পারবে এই জটিল চক্র থেকে বের  
হতে ? এই সব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে নিয়েই আসতে চলেছে

ভুবনেশ্বর দে প্রযোজিত নবাগত পরিচয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি "পেন্টিংস ইন দ্যা ক্লাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে মণ্ড হল ছবি পরিচালক সততিজিত সহ উপস্থিত ছিলেন মিউজিক ডিপার্টমেন্টের মানুষজনেরা। উতসাহী লুপট্টপকে এক্সুরিসভিলি তিনি খুব উতসাহী হয়। আর আমি আরও অন্যভাবে বানাতে পেরেছি। চাইলে আমি পারতাম। কিন্তু সেটা না করে একেবারে জন্মও আমি আরও বেশি উতসাহী।' নামি স্টারকাস্ট নিয়েও ছবি বানাতে আগ্রহ একেবারেই নতুন একটা টিম নিয়ে আসে তিনি ও তার পুরো টিমই ছবিটা নিয়ে বেশ কিছু পুরস্কার জিতে নিয়েছে একেবারেই স্থান পেয়েছে।

ৰ  
ৰে  
ক  
ৰে  
আ  
টি  
ভ  
ড  
রিঃ  
বে  
ক  
মে  
থে  
হাঁ  
নি  
হু

ক সত্যজিত দাসের প্রথম বাংলা  
গান্ক”। সোমবার কোলকাতা প্রেস  
র মিউজিক এবং টেলার। এদিন  
ই ছবিটির সমস্ত কাষ্ট ও ছবিটির  
প্রথম ছবি নিয়ে সত্যজিত যথেষ্ট  
বানান, ‘প্রথম ছবি নিয়ে প্রত্যেকেই  
বশি উত্সাহী কারণ ছবিটি আমি  
য় গতনুগতিকভাবে ছবিটা বানাতে  
রই অন্যভাবে বানিয়েছি। সেটার  
গুন আরও বলেন, ‘প্রবরতাকালে  
য় আমি সংস্কৃত, বলে রাখা ভালো,  
তে চলেছেন সত্যজিত দাস। এবং  
আশাবাদী। এই ছবিটি ইতিমধ্যেই  
বৎ দেশ বিদেশের আনকে ফিল্ম

যুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, মরের পেশি সবল করার ব্যায়াম ন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় মর ও শিরদিঁড়া সোজা রাখুন। শোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টে দেখা যত কমানো যায়, ততই লো। কোমরে ব্যথা হলে জ্বারের পরামর্শমতো ব্যাক যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে হলে কোমরের ছ সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে জা বসুন। একটানা বসে না কে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু চলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে ত পারেন। এতে সমস্যা কম। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব

# গান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কতটা বাড়িয়ে দিতে পারে

গান শুনতে ভোজ্যাদেশ না, এমন মানুষের সাতোরা ধারণা। গান শোনা ও শুনা বিনোদনের অংশই নয়, স্বাস্থ্য ও মন ঠিক রাখতেও দারুণ কার্যকরী। শারীরিক ক্লাস্টি দূর করা ও মানসিকভাবে চাঙা রাখতে সংগীতের রয়েছে দারুণ উপকারিতা। গবেষকরা বলছেন, গান শোনার ফলে শরীরে ডোপামাইন নামক একটি হরমোন নিঃস্তুত হয়, যা মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করে। গান মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার পাশাপাশি আইকিউ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। এজনই হ্যাত আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, “আমি যদি পদার্থ বিজ্ঞানী না হতাম, তাহলে সঙ্গীতজ্ঞ হতাম।” একধরিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গান শোনার মাধ্যমে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক একসঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। বাড়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে সংগীত মানসিক ক্লাস্টি ও অবসাদ ক্রমাতে বা কাটাতে সংগীত দারুণ ওয়ুথ হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষকদের পরামর্শ, প্রচণ্ড কাজের চাপে শরীর ও মন ক্লাস্টি হয়ে পড়লে গান শুনলে উপকার পাওয়া যায়। ব্যায়াম বা শরীরচর্চার সময় গান বা ইনস্টুমেন্টল মিউজিক শুনলে সহজে ক্লাস্টি আসে না। ফলে দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া যায় বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, খামার বা বাগানে সংগীত বা যন্ত্রসংগীত চালিয়ে রাখলে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয় সংগীত মনসংযোগ বৃদ্ধিতে ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সাহায্য করে বলে একধরিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন গবেষকদের দাবি, গণিত চৰ্চার সময় গান শুনলে সাফল্যের হার বৃদ্ধি পায়।





# জাগরণ

## ফিরে যেতে বলা হল ৪৫ ফুটবলারকে, অর্থভাবে বন্ধের মুখে মোহনবাগান অ্যাকাডেমি

পৌর্ণপুর: প্লেয়ার হালদার, শোভিক চৰকৰ্তা, পিটু মাহাত্মা, তীর্থকৰ সৱকাৰ। নামেৰ তালিকা কৰতে বসলে দেশ হওয়াৰ নয়। ভাৰতীয় দল থেকে আইসেল কিবৰা আই লিঙ। মোহনবাগান অ্যাকাডেমি থেকে ভাৰতীয় ফুটবলারেৰ মূলত্বতে প্ৰতিষ্ঠিত ফুটবলারেৰ সংখ্যা নেহাত কম নয়। টাটা ফুটৰ অ্যাকাডেমিৰ পক্ষকৰকাৰা ময়দানকে এত সংখ্যাকৰণকা দেয়নি দেশেৰ অন্য কোন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

দুর্ঘণ্পুৰে সুবুজ-মেৰেৰ সেই অ্যাকাডেমিতেই খন বিসৰ্জনেৰ সু। বৰ্ক হয়ে গড়ে আছে সেল-মোহনবাগান অ্যাকাডেমি। বাড়ি চলে যেতে বলা হয়েছে আৰাসিক ফুটবলারদেৰ কৰণপ হিসেবে যদিও সৱকাৰভাবে বলা হচ্ছে আৰাকাডেমিৰ কৰণ খুলে, সেই বিষয়ে নিদিষ্ট কৰে কিউ বলতে না। তাৰে বাঞ্ছিগত উভাবে স্পন্সৰ জোগাড় কৰে দেনা পোধেৰ চেষ্টায় অ্যাকাডেমিৰ সচিব কোন শৰমবাদৰ পৰাহে কৈবল্য পৰাহে অধিক দেনা পৰাহে আছে।

যাই হৈ ফুটৰ সেল থেকে মোহনবাগান অ্যাকাডেমিৰ অসহযোগ শোনাচিল অ্যাকাডেমিৰ সচিব তপন রায়ক। নিদিষ্ট কৰে কোন শৰমবাদৰ পৰাহে কৈবল্য পৰাহে অধিক ৪০ লক্ষ টকা। কৰে খুলৰে মোহনবাগান অ্যাকাডেমিৰ সু। বৰ্ক হয়ে গড়ে কৈবল্য পৰাহে হৈ আৰাসিক ফুটবল পাঠশালা। সুধৰে খৰৰ মোহনবাগান অ্যাকাডেমিৰ দেশেৰ অন্য কোন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

দুৰ্ঘণ্পুৰে সুবুজ-মেৰেৰ সেই অ্যাকাডেমিতেই খন বিসৰ্জনেৰ সু। বৰ্ক হয়ে গড়ে আছে এত সংখ্যাকৰণকা দেয়নি দেশেৰ অন্য কোন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

# প্রাণী পালন, দুর্ঘোষ, মাংস ও ডিম উৎপাদনেও রাজ্য এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় : মন্ত্রী শাস্ত্রনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। পশু খাদ্য উৎপাদন, সরকার ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে পশু ও পাখির সম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক বড় বিষয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এসব খাদ্যের উৎসের প্রক্রিয়া কর্মসূলীর অনুষ্ঠানিক উন্নোধন করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রয়োজনীয় দপ্তরের মহী শাস্ত্রনা চাবম। পশু খাদ্য উৎপাদন, কর্মসূলীর ফলে রাজোর বুঝ টাকা বহির্ভাজো চলে কর্মসূলীর আনুষ্ঠানিক উন্নোধন করে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের মহী শাস্ত্রনা দপ্তরের প্রয়োজন কর্মসূলীর নিষ্ঠ। পশু খাদ্য উৎপাদন, কর্মসূলীর ফলে রাজোর বুঝ টাকা বহির্ভাজো চলে কর্মসূলীর আনুষ্ঠানিক উন্নোধন করে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের মহী শাস্ত্রনা দপ্তরের প্রয়োজন কর্মসূলীর নিষ্ঠ।

ব্যবহার করান, দপ্তর তত্ত্বের না হলে রাজোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং এক প্রিম্যু প্রেস্ট ব্রিফু হিসেবে গড়ে তোলা কোন দিনই সুস্থ হবে না। রাজোকে খাদ্য দিয়ে স্বয়়স্থ বিকাশ দপ্তরের মহী শাস্ত্রনা চাবম। প্রতিবেদ ডিম, দুধ সহ আগ্রান খাদ্যের চাহিদা মেটাতে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে সফল করতে হলে প্রাণী বহির্ভাজো ও বহিরাস্ত থেকে প্রচুর সামগ্রী আমদানি করতে পালন, দুর্ঘ মাংস ও ডিম উৎপাদনেও গুরুত্বারোপ করতে হবে। একেরে জারা এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ না।

সেজনাই রাজ্য সরকার এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে রাজোকে স্বয়়স্থ করে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত দিচ্ছে। প্রামাণ এলাকায় প্রতিটি পরিবারকে পশু পাখি করতেই এ ধরনের কর্মসূলীর আয়োজন করেছে।

## বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদানে এগিয়ে আসল বিএসএফ জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। ভারতীয় সীমান্তসীমা বাহিনীর প্রাণী পালনে রক্তদানে এগিয়ে আসে তা থেকে স্থিতি শীঘ্ৰে আসবে, সমাজের প্রত্যেক মানুষকে আঞ্চলিক কাছিটা হলেও উপর্যুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করায়োজন।

### এনআরসি ও সিএবি কন্ট্রীয় সরকারের তুঘলকিপনার ফসলঃ আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। এনআরসি এবং নাগরিকহুসে নিজের ক্ষেত্রে সরকারের অধিগত ও তুঘলকিপনার ফসল বলে আখ্যায়িত করেছে আমরা বাঙালি দল। এর বিরচন্দে একবৰ্দ্ধ আদোনে শীমিত ক্ষেত্রে সরকারের মানুষের প্রতি আহান জানান। কেবিন হসপাতালের প্রত্যেক মানুষকে আঞ্চলিক কাছিটা থাকতে পারে না। তারাও সমাজিক জীব। তাদের স্বনাম আসল রাজ্যের এ ধরনের মানবতাবাদী কার্যকলাপে প্রশংসয় পুরুষ চিকিৎসক, মার্ম থেকে শুরু করে সকল অংশের মানুষ।

ভারতীয় সীমান্তসীমা বাহিনীর জওয়ানরা নিজের নামের দায়ালায়িত খালাম করতে চায় না। তারাও সমাজিক জীব। তাদের স্বনাম আসল রাজ্যের এ ধরনের মানবতাবাদী কার্যকলাপে প্রশংসয় পুরুষ চিকিৎসক, মার্ম থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ক্ষিপ্তি গ্রহণ করায়োজন।

### নাবালিকাকে ঘোন হেনস্থার অভিযোগ সরশুনার হোমে

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হিস.): সরশুনার আবাসিক হোমে নাবালিকাকে ঘোন হেনস্থার অভিযোগ ও হোমে পাশে দাঁড়াতে তারা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষে সরবরাহ প্রদান করে আসে।

বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সেবার মধ্য দিয়ে স্বরূপীয় করে রাখার জন্য তারা তাদের দায়িত্বাধীনের পরিচয় দিয়েছে।

কলকাতা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসকে সেবার মধ্য দিয়ে স্বরূপীয় করে রাখার জন্য তারা তাদের দায়িত্বাধীনের পরিচয় দিয়েছে।

অভিযোগ, গত ১৭ নভেম্বর নাবালিকার আবাসিকদের উপর ঘোন হেনস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিচয়ের অভিযোগ তাঁরা সরশুনা খানায় ঘোন হেনস্থার নেই।

কিন্তু পুলিশ তাঁদের দীর্ঘকাল বসিয়ে রাখার পর অভিযোগ নেননি। উলটো হোমে মানুষের কমিটির আবিস্কারের খবর দিয়ে থানায় ডেকে পাঠায়। তারপর বলা হয় বাইরে মিটারট করে নিতে। যদিও সরশুনা থানার পুলিশের এই বাপারে কেননও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিএসএফ জওয়ানদের এ ধরনের স্বনাম দাতার রাজ্যের প্রধান প্রত্যক্ষে নাবালিকাকে কোল্পন প্রত্যক্ষে কর্তৃপক্ষে স্থাপন করা হয়েছে।

নতুন সাকলে উচ্চস্তুতি ইসরো-র চেয়ারম্যান কে শিবন।

কাটোর্মেট-৩ এবং ১৩টি ন্যানো স্যাটেলাইট প্রক্রিয়াকরণে নিষিদ্ধ কক্ষপথে পৌছে দিয়েছে, এ জন্য আমি ভীষণ আনন্দিত

গোপনীয় আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৫০ মিনিট

থেকে, ২০ ঘণ্টার কাটোর্মেট

মানুষের পুরুষ প্রক্রিয়া কে পৌছে দিয়েছে।

কাটোর্মেট-৩ এবং ১৩টি ন্যানো

স্যাটেলাইট প্রক্রিয়াকরণে নিষিদ্ধ কক্ষপথে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।

প্রায় ৭০ মিনিট

থাকে পৌছে দিয়েছে।

আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী প্রিয়া বাচ্চা।